সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

نساء من عصر التابعين
—এর অনুবাদ

নারী তাবেয়ীদের আলোকিত জীবন

আহমাদ খলীল জুমআহ

◆

অনুবাদ
কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম **নারী তাবেয়ীদের আলোকিত জীবন**
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২১ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : শাবান ১৪৪২ / এপ্রিল ২০২১
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-94929-9-3

মূল্য ■ ৳ ৫০০.০০ (পাঁচ শত টাকা মাত্র) USD 15.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www. wafilife.com

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিমগণ ছিলেন এ পৃথিবীর বিস্ময়কর মানুষ—ধার্মিক হিসেবে, মানুষ হিসেবেও। তাদের দ্বীনী ব্যক্তিত্ব ছিল মানবিক আচরণের মূর্ত প্রতীক। পুরো মানবজাতির জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, আদর্শ। এ চরিত্রের নৈকট্য-অর্জনই আমাদের চরিত্রে সৌন্দর্য-অর্জনের ভিত্তি। সাহবায়ে কেরাম সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন। ফলে তারা অবিসংবাদিত মানুষে পরিণত হয়েছিলেন—তাদের সান্নিধ্যে পরবর্তী প্রজন্মও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। তারা পরিচিত লাভ করেন 'তাবেয়ী' এবং তাদের পরবর্তীগণ 'তাবে তাবেয়ী' হিসেবে।

আধুনিক যুগের যান্ত্রিক সভ্যতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির লাগামহীন উন্নতিতে দুনিয়া-প্রীতি আমাদের দ্বীন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইসলামী শিক্ষার যেমন বিপরীত, পাশ্চাত্যের অন্ধ-অনুকরণ আমাদের চিন্তা-চেতনাকেও তেমনি বদলে দিয়েছে। এ থেকে উত্তরণের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ইসলামের প্রথম যুগের মহান ব্যক্তিদের জীবনী অধ্যয়ন এবং তাদের অনুসরণ। *মাকতাবাতুল ফুরকান* শুরু থেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীদের জীবনী রচনায় বিশেষ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে। ইতোপূর্বে *মহীয়সী নারী সাহাবীদের আলোকিত জীবন* নামে একটি অনবদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এরই সূত্র ধরে আরবীভাষার বিখ্যাত গ্রন্থ *নিসাইম-মিন আসরিত-তাবিয়ীন*-এর অনূদিত রূপ *তাবেয়ী নারীদের আলোকিত জীবন* প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এতে মোট পঁচিশ জন মহীয়সী নারী তাবেয়ীর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। মূল গ্রন্থটি রচনা করেছেন আহমাদ খলীল জুমআহ। আর

অনুবাদ করেছেন এদেশের স্বনামধন্য অনুবাদক ও লেখক কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক সাহেব। আমরা আশা করি, তথ্যসমৃদ্ধ ও সহজবোধ্য ভাষায় অনূদিত এ গ্রন্থটিও ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাবে। ইনশাআল্লাহ, কালের পরিক্রমায় এটি এদেশের মুসলিম নারীদের ইসলামের পথে আরও অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ অনুবাদ কবুল করে নেন। যারা কিতাবটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করেন। সবাইকে এর অসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

২৯ রজব ১৪৪২
১৩ মার্চ ২০২১

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

পৃথিবীতে আম্বিয়ায়ে কেরামের পর মানবজাতির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, পরম পবিত্র ও গৌরবের অধিকারী হলেন সাহাবায়ে কেরাম; যারা সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে ইলম ও আমলের বিরাট নেয়ামত-লাভে ধন্য হয়েছিলেন। আমরা জেনে থাকব, মর্যাদাগত দিক দিয়ে সাহাবীদের পরই তাবেয়ীদের স্থান। তাঁদের এ উচ্চ মর্যাদার কথা কুরআন-সুন্নাহয়ও বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের পরেই তাবেয়ীদের কথা বলা হয়েছে। তারা ঈমান ও আমলের ব্যাপারে যেমন সাহাবীগণের অনুসারী, তেমনি কালের দিক দিয়েও তারা সাহাবীদেরই উত্তরসূরি। এ কারণেই প্রচলিত পরিভাষায় তাদেরকে তাবেয়ীন (পরবর্তী বা অনুসারী) বলা হয়েছে।

তাবেয়ীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটিও বিশেষভাবে প্রণীধানযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

> আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা অর্থাৎ তাবেয়ীরা। এরপর তার পরের যুগের লোকেরা অর্থাৎ তাবে-তাবেয়ীরা।[১]

অপর একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

طُوبٰى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبٰى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي

> সৌভাগ্যবান তারা যারা আমাকে স্বচক্ষে দেখেছে এবং আমার প্রতি ঈমান এনেছে। আর তারাও সৌভাগ্যবান যারা আমাকে যারা দেখেছে, তাদেরকে দেখেছে।[২]

[১] *মুসতাদরাক*, হাকিম : পৃ. ৪১।

এ আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, ইসলামী দুনিয়ায় তাবেয়ীদের বিরাট আসন ও উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। সাহাবীদের পর তারাই হলেন এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি। বস্তুত তাকওয়া, দীনদারী ও আমলী যিন্দেগীর ক্ষেত্রে তাবেয়ীরা ছিলেন সাহাবীদেরই প্রতিবিম্ব। তারা একদিকে যেমন সাহাবীদের কাছ থেকে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করেন, অপরদিকে তদানীন্তন বিরাট মুসলিম-সমাজের দিকে দিকে, কোণে কোণে এর ব্যাপক প্রচারকার্যও সম্পাদন করেন। দ্বীনী ইলম সাহাবীগণের কাছ থেকে গ্রহণ ও পরবর্তীকালের অনাগত মুসলিমদের কাছে তা পৌঁছানোর জন্য কার্যত তারাই হয়েছিলেন মাধ্যম। মূলত এসব কারণেই তাবেয়ীগণ এ সুমহান মর্যাদার আসনে সমাসীন। এটাও অনস্বীকার্য যে, পুরুষ তাবিয়ীগণের পাশাপাশি তৎকালীন মহীয়সী নারীরাও ইলম, আমল ও জিহাদের ক্ষেত্রে রেখেছিলেন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সাক্ষর।

এই মহীয়সী তাবেয়ীদের জীবনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং মনোমুগ্ধকরভাবে লিখেছেন আরবের সুপরিচিত লেখক ও ইতিহাসবিদ আহমাদ খলীল জুমআ। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *নিসাউম মিন আসরিত তাবিয়ীন* (نساء من عصر التابعين)-এর অনূদিত রূপই হচ্ছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*নারী তাবিয়ীদের আলোকিত জীবন*। বস্তুত মহীয়সী নারী তাবিয়ী যুগের ইতিহাস শিক্ষা ও উপদেশে টইটম্বুর। তাদের কীর্তিময় জীবনের মূল্যবান তথ্যসমূহ ইতিহাস, হাদীস, ফিকহ, কবিতা ও তাফসীরসহ অপরাপর শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলোতে ছড়িয়ে আছে। তাই সবগুলো বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন; যা অবশ্যই একটি কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটিই করে দেখিয়েছেন মুহতারাম লেখক। আমরা তার দুনিয়া-আখিরাতে কামিয়াবি কামনা করছি।

আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের এ কাজ কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন; একে তাঁর বান্দাদের উপকারের পাথেয় বানিয়ে দেন। সকলের নিকট অনুরোধ, যারা এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবেন, তারা যেন নিজ দুআয় অধমকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
পূর্ব সোনাই, হেয়াকো, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি.

[২] প্রাগুক্ত : পৃ. ৪১।

সূচিপত্র

আয়েশা বিনতে তালহা	১১
ফাতিমা বিনতে হুসাইন	২৩
মায়সূন বিনতে বাহদাল	৩৯
হিন্দ বিনতে মুহাল্লাব	৪৯
সাফিয়া বিনতে আবী উবাইদ	৬৩
আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান	৭৫
হাফসা বিনতে সীরীন	৮৩
উম্মে কুলসুম বিনতে আলী	৯৫
খাইরাহ উম্মে হাসান বসরী	১১১
সাওদাহ বিনতে আম্মারাহ	১১৭
ফাতিমা বিনতে আলী	১২৫
আতিকা বিনতে ইয়াযীদ	১৩৩
উম্মুল খাইর বিনতুল হুরাইশ	১৪৫
উম্মে কুলসুম বিনতে আবী বকর	১৫৭
সাকীনা বিনতে হুসাইন	১৬৭
মুয়াযাহ বিনতে আবদিল্লাহ	১৮১
নায়েলা বিনতে ফারাফিসা	১৯১
আয়েশা বিনতে সাআদ	২০৫
উম্মে আসিম বিনতে আসিম	২১৩
সালমা বিনতে খাসাফাহ	২২৩
উম্মে দারদা সুগরা	২৩৫
উম্মে মুসলিম খাওলানিয়া	২৫১
উম্মুল বানীন বিনতে আবদিল আযীয	২৬১
উম্মে সিনান বিনতে খাইসামা	২৭৩
হাফসা বিনতে আবদুর রহমান	২৮১

আয়েশা বিনতে তালহা

আবু যুরআ দিমাশকি বলেছেন : আয়েশা বিনতে তালহা এমন এক মহীয়সী নারী—যিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে হাদীস বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

আল্লামা ইজলী রহ. বলেছেন : আয়েশা বিনতে তালহা মদীনার নারী তাবেয়ী এবং বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

আল্লামা মিযযী রহ. বলেছেন : উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহার সর্বাধিক বিদ্বান আলেমা ছাত্রীরা হলেন—উমরাহ বিনতে আবদির রহমান, হাফসা বিনতে সীরীন ও আয়েশা বিনতে তালহা।

পবিত্র পরিবার

এই মহীয়সী তাবেয়ী ছিলেন নবুওয়াতের সময়কালের একটি মহান পরিবারের আলোকপ্রভা। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা বিনতে সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহার তত্ত্বাবধানে তাকে নবুওয়াতের ঘরে লালিতপালিত করা হয়েছিল। জ্ঞান, শিষ্টাচার, সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে তিনি ছিলেন সকল নারীর মধ্যে বিশিষ্টজন। আল্লাহ তাআলা তাকে অতুলনীয় সৌন্দর্য দান করেছিলেন। তাকে দেখলে মনে হতো যেন দুনিয়ার বুকে জান্নাতী হূর।

এই মহীয়সী তাবেয়ী কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তার পবিত্র জীবনী বর্ণনা করার আগে আমরা তার মহৎ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কথা আলোচনা করব যা ইসলামের বৃক্ষে সেচ দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল।

তার পিতা ছিলেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আততাইমী আল-কারশী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি এমন এক সৌভাগ্যবান সাহাবী, যাকে তার জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বদান্যতা ও উদারতা দেখে 'তালহা সাখী ও তালহা ফাইয়ায' উপাধি দিয়েছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 'সুদর্শন, সুভাষী ও বিশুদ্ধভাষী' নাম ধরে ডাকলেন। তার জন্য একটি বড় সম্মানের বিষয় হলো, ভাগ্যবান আট সাহাবীর মধ্যে তিনি একজন—যারা ইসলামগ্রহণের ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রণী।

তার মা ছিলেন উম্মে কুলসুম বিনতে আবু বকর সিদ্দীক তাইমিয়া কারশিয়া, যিনি মর্যাদাসম্পন্ন তাবেয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। তিনি আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পরে তার স্ত্রী হাবীবা বিনতে খারিজা আনসারিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উম্মে কুলসুম সেই ভাগ্যবান নারী, যার ব্যাপারে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কন্যা আয়েশা সিদ্দীকাকে মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে বলেছিলেন, 'এরা তোমার দুই ভাই এবং দুই বোন।' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, 'আমি আমার বোন আসমাকে চিনি। আমার

অন্য বোন কে?' আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, 'আমার স্ত্রী হাবীবা বিনতে খারিজার গর্ভে যে আছে। আমার প্রবল ধারণা—তিনি একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেবেন।' তিনি যেমন বলেছেন, ঠিক তেমনি ঘটেছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকালের পর উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন।

আয়েশা বিনতে তালহার এক খালা হলেন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা। তার অন্য খালা 'দুই ফিতাওয়ালী'খ্যাত আসমা বিনতে সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহা।

এটি সেই খাঁটি ও সম্ভ্রান্ত পরিবার, যেখানে উম্মে ইমরান আয়েশা বিনতে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ তাইমিয়া কারশি লালিত-পালিত হন।[৩]

বিবাহ

খালা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মতামতের ভিত্তিতে আয়েশা বিনতে তালহার বিয়ে তার খালুর ছেলের সাথে হয়েছিল। তার স্বামীর নাম : আবদুল্লাহ ইবনে আবদির রহমান ইবনে আবী বকর সিদ্দীক। তার এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। তার নাম ইমরান। এ কারণে আয়েশা বিনতে তালহার উপনাম ছিল 'উম্মে ইমরান'। ইমরানের পরে তিন ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম হয়। তাদের নাম যথাক্রমে : আবদুর রহমান, আবু বকর, তালহা এবং নাফিসা। তার পুত্র তালহা ইবনে আবদিল্লাহ ছিলেন কুরাইশের দানশীল ও সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। প্রসিদ্ধ কবি হুযাইন দায়লী তার এবং তার মায়ের বংশের কথা নিম্নলিখিত পঙক্তিতে উল্লেখ করেছেন :

وإن تك يا طلح أعطيتني عذافرةً تستخف الضفارا
فما كان نفعك لي مرة ولا مرتين ولكن مرارا
أبوك الذي صدق المصطفى وسار مع المصطفى حيث سارا
وأمك بيضاء تيمية إذا نسب الناس كانت نضارا

[৩] *তারীখে দিমাশক* : পৃ. ২০৭; *তাকরীবুত তাহযীব* : ২/৬০৬।

> হে তালহা, আপনি যদি আমাকে এমন একটি শক্তিশালী ও চর্বিযুক্ত উট দিতেন, যে নিজের খাবার খুব হালকাভাবে গ্রহণ করবে! আমি আপনার কাছ থেকে একবার বা দুবার এই সুবিধাটি পাইনি, বরং আমি বারবার আপনার কাছ থেকে উপকৃত হয়েছি। আপনার পিতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যয়ন করেছেন। তার মুরশিদ যেখানেই গেছেন সেখানেই তিনি তার সাথে গেছেন। আপনার মা ছিলেন তায়ম গোত্রের উজ্জ্বল বর্ণের সাদা চোখবিশিষ্ট। যখন মানুষ তার বংশের বর্ণনা দেয়, তখন তিনি খাঁটি সোনা হিসেবে উপস্থিত হন।

হাদীসের প্রতিশ্রুতিশীল বর্ণনাকারিণী

আয়েশা বিনতে তালহা আকার-আকৃতিতে যেমন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর মতো ছিলেন, তেমনি তিনি তার এই খালার খুব প্রিয়ভাজনও ছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তার নিকট থেকেই আয়েশা বিনতে তালহা সবচেয়ে বেশি ইলম ও শিষ্টাচার শিক্ষা করেছিলেন। আয়েশা বিনতে তালহা ছিলেন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর অন্যতম একজন শিষ্য। তার কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনা করার গৌরব অর্জন করেন। তার বর্ণিত হাদীসসমূহ প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আয়েশা বিনতে তালহা তার এই খালার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, শিষ্টাচার ও দূরদর্শিতা এবং অভ্যাস ও আচরণে দারুণভাবে প্রভাবিত হন। আয়েশা বিনতে তালহার ফযিলতের অন্যতম দিক হচ্ছে, তিনি এমন এক মহীয়সী নারী তাবেয়ী যার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, তার নিকট থেকে একদল তাবেয়ী ও বিশিষ্ট আলেম হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছেন তার ছেলে তালহা ইবনে আবদিল্লাহ, ভাতিজা তালহা ইবনে ইয়াহইয়া, আরেক ভাতিজা মুআবিয়া ইবনে ইসহাক। এছাড়া উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন মিনহাল ইবনে আমর, ফুযাইল ইবনে উমর, হাবীব ইবনে আবী উমরা, আতা ইবনে আবী রাবাহ ও আমর ইবনে সায়ীদ।